প্রাঞ্জলকুমার ভট্টাচার্য

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা ও তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

শিল্প বিপ্লব কেন ইংল্যান্ডে প্রথমে সূচিত হয় এ প্রশ্ন এখনও বিতর্কিত। প্রাক্ শিল্প বিপ্লব যুগের ইওরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ফ্রান্সেও শিল্প বিপ্লব হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ব্যাপক বিস্তৃত, শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার ছিল ইংল্যান্ডের প্রায় সমান। ফ্রান্সের বুর্জোয়া সম্প্রদায় ছিল সমৃদ্ধশালী, জনসংখ্যাও ছিল বিপুল। ফলে তার এক বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি এবং এক বিস্তৃত দেশীয় বাজার ছিল। ফরাসী কারিগররা ছিল খুবই উচ্চমানের। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতেও ফ্রান্স পিছিয়ে ছিল না। শিল্প-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ফরাসী বিজ্ঞানীরা তাঁদের জ্ঞান প্রয়োগ করেছিলেন। এ সব সত্ত্বেও শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডেই প্রথম ঘটেছিল, ফ্রান্সে নয়। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা প্রধানত দু'ধরনের কারণ দেখিয়েছেন (১) অর্থনীতি-বহির্ভূত (Exogenous) এবং (২) অর্থনৈতিক (Endogenous)। (১) অর্থনীতি-বহির্ভূত কারণগুলি হল ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি, ধর্ম এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।

(১) অর্থনীতি-বহির্ভূত কারণ :

(ক) ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান : অনেকে মনে করেন অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থিতি ইংল্যান্ডকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল। ইংল্যান্ড ছিল একটি দ্বীপ। দেশের কোন অঞ্চলেই সমুদ্রতট থেকে ৭০ মাইলের বেশী দূরে ছিল না। নদীগুলি ছিল নৌ চালনযোগ্য এবং সহজেই এদের মাধ্যমে সমুদ্রোপকূলে পৌঁছানো যেত। এই নদীগুলি দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল বলে পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সহজ ও সুলভ। জলবায়ু—বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে ১৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শীতল যুগের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জলবায়ুর উন্নতি হয়, যা ইংরেজদের কঠোর পরিশ্রমে সাহায্য করে। কিন্তু শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় ভৌগোলিক কারণের গুরুত্বকে এই বলে উপেক্ষা

Scanned by CamScanner

করা যায় যে প্রায় অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়েছিল।

(খ) প্রাকৃতিক সম্পদ : অনেকের মতে ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ তার শিল্পায়নে সাহায্য করেছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল কয়লার প্রাচুর্য। বেশ কিছু অঞ্চলে কয়লার পাশাপাশি আকরিক লোহার ভাণ্ডারও ছিল। ভারী শিল্পস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ এই কারণে সুনিশ্চিত হয়েছিল।

উপরোক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দু-একটি প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমতঃ, ইংল্যান্ডে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগেও ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইংল্যান্ডের তুলনায় ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সম্পদ কোন অংশেই কম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের কৃষিজ সম্পদ ছিল উন্নত। জার্মানীর রাইন অঞ্চল এবং সার অববাহিকাতেও কয়লা ও লোহার ভাণ্ডার ছিল। ই. জে. হব্‌স্‌বম্‌ বলেন, ইংল্যান্ডের প্রভূত কয়লার মজুতকে যদি শিল্প বিপ্লবের কারণ হিসাবে ধরা হয়, তবে তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের (যেমন লোহা) স্বল্পতা সত্ত্বেও এই বিপ্লব সূচিত হল কেন তা বোঝা যায় না। আবার, যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, যা বস্ত্র শিল্প গড়ে ওঠার কারণ হিসাবে দেখানো হয়, তবে আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারি কেন ইংল্যান্ডের অন্যান্য স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে এই শিল্প গড়ে ওঠেনি। হবস্‌বম্‌ তাই ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের মূলে প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার কারণগুলিকে (pseudo-explanations) বলে মনে করেন। তাঁর মতে, জলবায়ু, ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ বন্টন ইত্যাদি কোনটিই আপনা-আপনি কাজ করে না। এদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা দেয় এক সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে।

(গ) বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ : সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক আবিষ্কার সে দেশের শিল্প বিপ্লবের সহায়ক ছিল। কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে ভৌগোলিক আবিষ্কারে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল স্পেন এবং পর্তুগাল। ইংল্যান্ড ভৌগোলিক আবিষ্কার শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীতে অর্থাৎ স্পেন এবং পর্তুগালের অনেক পরে। ভৌগোলিক আবিষ্কারকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের কারণ হিসাবে বেশী গুরুত্ব দিতে ইতিহাসবিদ্‌রা নারাজ।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ইংল্যান্ড খুব বেশী এগিয়ে ছিল না। যদিও প্রাযুক্তিক কৌশলের দিক থেকে ইংল্যান্ডের

Scanned by CamScanner

স্থান ছিল যথেষ্ট উঁচুতে। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের অগ্রগতি শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে, বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিজ্ঞান সংস্থা রয়েল সোসাইটি স্থাপনের পর। কিন্তু ইংল্যান্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি ছিল মন্থর। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবকে ব্যাখ্যা করে না।

(ঙ) ধর্ম : একটি মতবাদ আছে যে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল কারণ ইংল্যান্ড ছিল একটি প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্র। ম্যাক্স বেবার তাঁর *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* গ্রন্থে বলেছিলেন যে, পশ্চিম ইওরোপে এক আধুনিক শিল্প অর্থনীতি গড়ে ওঠার পিছনে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। পিউরিট্যান চিন্তাধারা ব্যবসায়কে প্রায় ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং মুনাফা—প্রবৃত্তিকে চরিত্রের অন্যতম গুণ বলে বিশ্বাস করত। আর. এইচ. টনি তাঁর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত *Religion and the Rise of Capitalism* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ এক সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যা আধুনিক ধনতন্ত্রের বিবর্তনকে উৎসাহিত করেছিল। টনি অবশ্য বলেছেন যে প্রথম দিকে পিউরিট্যানিজম ছিল রক্ষণশীল, পরে সমাজ ও ধর্মমতের টানাপোড়েনে তা ব্যবসায়ীর ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

প্রোটেস্টান্ট মতবাদ ধনতন্ত্রের জন্মদাতা ছিল কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। ক্রিষ্টোফার হিলের মতে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ধনতন্ত্রের জন্ম হয় নি, ক্যাথলিক মতবাদ ধনতন্ত্রের প্রগতির পথে যে সব বাধা সৃষ্টি করেছিল তা অপসারিত করে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল মাত্র। হব্‌স্‌বম্‌ বলেছেন, 'প্রোটেস্টান্ট রিফর্মেশন' কখনই শিল্পায়নের জন্য দায়ী ছিল না। শিল্প বিপ্লবের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে রিফর্মেশন সংঘটিত হয়েছিল। কোন অবস্থাতেই ইওরোপের যে সমস্ত অঞ্চলে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ প্রচলিত ছিল সে সমস্ত অঞ্চল শিল্প বিপ্লবের অগ্রদূত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ হব্‌স্‌বম্‌ বলেন, নেদারল্যান্ডের ক্যাথলিক প্রধান অঞ্চল বেলজিয়ামে শিল্পায়ন প্রোটেস্টান্ট প্রধান হল্যান্ডের তুলনায় পূর্বে হয়েছিল। উত্তর জার্মানী ছিল প্রোটেস্টান্ট কিন্তু শিল্প বিপ্লব জার্মানীতে প্রথমে হয়নি। ডেনমার্ক এবং সুইডেনে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ বিস্তার লাভ করলেও ওই দুই দেশে শিল্পক্ষেত্রে কোনও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে নি।

(চ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : বলা হয়, হ্যানোভার বংশীয় রাজা প্রথম জর্জ (১৭১৪-১৭২৭) এবং দ্বিতীয় জর্জের (১৭২৭-১৭৬০) রাজত্বকালে

Scanned by CamScanner

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের অনুকূল, যে স্থিতিশীলতা তদানীন্তন ফ্রান্স বা জার্মানীতে ছিল না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করেছিল। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইওরোপের প্রায় সমস্ত সরকারের কাছেই শিল্প বিপ্লব ছিল আকাঙ্খিত কিন্তু একমাত্র ইংল্যান্ডেই এই বিপ্লব সফল হয়েছিল। বিপরীতক্রমে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ইংরেজ সরকার সুদৃঢ়ভাবে এমন সব নীতি অনুসরণ করছিল যার ফলে অর্থ লাভের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু শিল্প বিপ্লব এরও প্রায় একশো বছর পরে ঘটেছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে কেন ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল এর সঠিক উত্তর শুধুমাত্র অর্থনীতি-বহির্ভূত কারণগুলি বিশ্লেষণ করে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এই কারণগুলির কোন গুরুত্বই নেই। হব্‌স্‌বমের মতে, এটি হোল গুরুত্বের আপেক্ষিক মাত্রার প্রশ্ন।

(২) অর্থনৈতিক কারণ:

(ক) ইংল্যান্ডের প্রাথমিক শিল্পায়ন : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে জে. ইউ. নেফ্ *ইকনমিক হিস্ট্রি রিভ্যু*-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে কেন ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ইংল্যান্ডে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই শিল্পায়নের ধারার সূচনা হয়েছিল যা ইওরোপের অন্য কোন দেশে দেখা যায়নি। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে টিউডর বংশীয় রাজা অষ্টম হেনরীর আমলে ইংল্যান্ডের মঠগুলির বিলুপ্তির মধ্য দিয়েই এর সূত্রপাত। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে এক নজিরবিহীন উন্নতি দেখা যায়। মঠগুলির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এদের জমিজমা বাজারে বিক্রী বা 'লীজ' দেওয়া হতে থাকে। এক নবীন ভূম্যধিকারীর জন্ম হয়, যাদের বলা হত জেন্ট্রি সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় পুঁজিবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে কিছু কিছু প্রাথমিক শিল্প গড়ে তুলেছিল যেমন কয়লা, লোহা ও ইস্পাত, সূতীবস্ত্র, পশম, ইত্যাদি। নেফ্ আরও বলেছেন, শিল্পক্ষেত্রে এই উন্নয়নকে সাহায্য করেছিল বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ছিল নিয়ন্ত্রিত গবেষণা, নিখুঁত পরিমাপের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিবর্তন এবং বিপুল উৎপাদনের দিকে শিল্পোদ্যোগের লক্ষ্যের পরিবর্তন। শিল্প বিপ্লবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান ছিল।

Scanned by CamScanner

ই. এম. ক্যারাস উইলসন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে *ইকনমিক হিষ্ট্রি রিভ্যু*-এ লেখা একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে পশম শিল্পের যে উন্নতি হয়েছিল তার মধ্যেই পরবর্তী শিল্প বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। চার্লস উইলসন তাঁর *England's Apprenticeship, 1603-1763* (১৯৬৫) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ১৬৬০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই চল্লিশ বছর ছিল ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সর্বাধিক ফলপ্রসূ এবং উন্নতিশীল। মার্কেন্টাইলবাদ শিল্পায়নের পথ সুগম করেছিল। রাষ্ট্রীয় শক্তি, প্রশাসন এবং সামরিক শক্তির সঙ্গে বাণিজ্যিক উদ্যোগের ঘনিষ্ঠ সংযোগ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে বদলে দিয়ে শিল্পায়নের পথ সুগম করেছিল।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলির বিরোধিতা করেছেন ডি. সি. কোলম্যান, এফ. যে. ফিসার, আর. এম. হার্টওয়েল, ই. যে. হব্‌স্‌বম্‌, ফিলিস ডীন প্রমুখ লেখকরা। হব্‌স্‌বম্‌ মনে করেন, প্রথম দিকের শিল্প এবং কারিগরি উন্নতির কোনটাই শিল্পের আধুনিক যুগ বা নিরবচ্ছিন্ন কারিগরি—বিপ্লব এবং সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশের সূচনা ঘটাতে পারেনি। ডীন দেখিয়েছেন, শিল্পায়নের প্রাথমিক যুগ এবং পরবর্তী যুগের মধ্যে দু'ধরনের পার্থক্য রয়েছে :

(১) প্রথম দিকের বিস্তারের গতি ছিল অপেক্ষাকৃত শ্লথ। জাতীয় শিল্পের কয়েকটি (সীমাবদ্ধ) ক্ষেত্রেই শুধু এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোন সুযোগ-সুবিধাই এটি পায় নি যা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা দিয়েছিল।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে জমিকে বেষ্টন করেছিল। ফলে বহু সংখ্যক কৃষিশ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এই শ্রমিকদের শহরের বিভিন্ন কলকারখানায় যোগ দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। বিভিন্ন শিল্পেরও প্রয়োজন ছিল সস্তা শ্রমিকের। জমিবেষ্টন এইভাবেই একটি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে যা ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবকে সাহায্য করেছিল। যদিও ঐতিহাসিকরা এই ব্যাপারে একমত নন, তবুও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ছিল শ্রমের গতিশীলতার অভাব, এবং সে দেশে ব্রিটিশ ধাঁচে কোনরকম জমিবেষ্টন হয়নি বা হওয়ার প্রশ্নও ছিল না। তাই ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব বিলম্বিত হয়েছিল।

(গ) অভ্যন্তরীণ বাজারের আয়তন : ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে জে. এ. হবসন এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বৃহদায়তন এবং সহজগম্য বাজার ভিন্ন শিল্পোন্নয়ন

Scanned by CamScanner

সম্ভবপর নয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আর. নার্কসে মন্তব্য করেন যে, বাজার ছাড়া কোন শিল্পই উন্নত হতে পারে না। বাজারের আয়তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করা হয়। প্রাক্-শিল্প বিপ্লব যুগে ইংল্যান্ডের বাজার ছিল খুবই উন্নত এবং সংহত। বিস্তীর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বাজারের বিকাশ এবং সমন্বয়ের সহায়ক ছিল। অন্তঃরাজ্য শুল্ক প্রাচীরের বাধাও ইংল্যান্ডে ছিল না। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের দেশীয় বাজার রপ্তানিভিত্তিক শিল্পকে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করেছিল এবং এর ফলে দেশে অর্থনীতির বিকাশের অনুকূল পরিবেশও গড়ে উঠেছিল।

(ঘ) অর্থনৈতিক সংগঠন : ডেভিড এস্ ল্যান্ডস্-এর মতে আঠার শতকে ইওরোপের অন্য কোন দেশে ইংল্যান্ডের মত উন্নত আর্থিক কাঠামো ছিল না। স্টক এক্সচেঞ্জ, ইনস্যিওরেন্স কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, জাতীয় ঋণ, ইত্যাদি শিল্প বিপ্লবের পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের ঝুঁকি বইত বিশেষজ্ঞ বিমাকারীরা। অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করত স্টক এক্সচেঞ্জ। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এবং ব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে অগ্রিম অর্থ দিয়ে সাহায্যও করেছিল।

(ঙ) পুঁজি সঞ্চয় : শিল্প বিপ্লবের একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা হল যে ইংল্যান্ডের এই বিপ্লব পুঁজি সঞ্চয়ের ফলশ্রুতি। কিন্তু এই পুঁজি সঞ্চয়ের উৎসগুলি কি ছিল তা নিয়ে ইতিহাসবিদ্দের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে পুঁজি সঞ্চয়ের চারটি প্রধান উৎস ছিল।

(১) পুঁজি সঞ্চয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল ক্রীতদাস বাণিজ্য, হব্স্বম্-এর ভাষায় যা ছিল 'অত্যন্ত অমানবিক'। এই বাণিজ্য ছিল খুব লাভজনক এবং অর্থনীতিবিদ্রা একে আদর্শ বাণিজ্য হিসাবে গণ্য করতেন। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এই বাণিজ্য চালু ছিল। ক্রিস্টোফার হিল-এর মতে এর ফলে ইংল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণ অর্থ এসেছিল এবং ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা তাদের প্রাপ্ত লাভ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিতে রূপান্তরিত করেছিল।

(২) ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ছিল সে দেশের পুঁজি সঞ্চয়ের একটি অন্যতম উৎস। ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলি ছিল তার নিয়ন্ত্রণাধীন বাজার (captive markets)। ঔপনিবেশিক এবং ভারতীয় বাণিজ্য থেকে ইংল্যন্ড প্রচুর মুনাফা অর্জন করছিল। বিনিয়োগকারীরা ঐ মুনাফা পুনরায় শিল্পে বিনিয়োগ করত। এক বৃহৎ এবং শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা ও এক আগ্রাসী নীতি অনুসরণ

Scanned by CamScanner

করে ইংল্যান্ড একটি সুবৃহৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল যা তাকে ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ করতে এবং পুঁজি সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছিল। হব্‌স্‌বম্ যথার্থই বলেছেন : *Our industrial economy grew out of our commerce and especially our commerce with the underdeveloped countries of the world.*

(৩) জি. ই. মিনগে মনে করেন পুঁজি সঞ্চয়ের একটি উৎস ছিল জমি। ব্রেনারও মোটামুটি অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে জমির প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকল্পে ভূস্বামীরা অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন এবং জমি থেকে তাঁদের মুনাফাও হচ্ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক কিন্তু অন্য মত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, ভূস্বামীরা যে পরিমাণ অর্থ জমিতে বিনিয়োগ করেছিলেন সেই পরিমান মুনাফা তাঁদের হয়নি।

(৪) মুদ্রাস্ফীতি পুঁজি সঞ্চয়ের একটি উৎস ছিল বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ্ ই. জে. হ্যামিলটন্ এবং লর্ড কেইন্‌স্। ১৯২৯ সালে হ্যামিলটন্ *ইকোনমিকা*-য় দেখিয়েছেন, মুদ্রাস্ফীতির ফলে মুনাফাস্ফীতি ঘটেছিল এবং এই মুনাফাস্ফীতি দ্রুত পুঁজি সঞ্চয়ে সাহায্য করেছিল। কেইন্‌স্ হ্যামিলটনের বক্তব্য সমর্থন করেছেন। ১৯৪১-৪২ সালে হ্যামিলটন্ *কোয়ার্টারলি জার্নাল অব ইকনমিকস্*-এ একটি নিবন্ধে আরও লিখেছেন যে মজুরি বৃদ্ধি মূল্যস্তর বৃদ্ধির পেছনে পড়ে থাকত। মূল্যস্তর বৃদ্ধি ও মজুরি বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য থাকায় মুনাফাস্ফীতি ঘটেছিল। এই মুনাফা শিল্পপতিরা পুনরায় শিল্পে বিনিয়োগ করত। অন্যদিকে ব্রোদেল এবং চিপোলা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে পুঁজি সমন্বয়ের কোন সংযোগ দেখতে পাননি। ল্যান্ডস্ দেখিয়েছেন, মুদ্রাস্ফীতি শুধুমাত্র ইংল্যান্ডেই হয় নি, ইওরোপের অন্যান্য দেশেও হয়েছিল। নেফ্ দেখিয়েছেন, শিল্প শ্রমিকদের মজুরি খুব একটা কম ছিল না। মুনাফাস্ফীতি কখনই পুঁজির উৎসে পরিণত হয়নি।

পুঁজি সঞ্চয়ের পুরো তত্ত্বটির বিরোধিতা করেছেন পোস্টান, ডীন, কোল, ল্যান্ডস এবং ফেলিকস। পোস্টান *ইকনমিক হিস্ট্রি রিভ্যু* (১৯৩৫)-এ দাবি করেছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় ইংল্যান্ডে অর্থ যোগানোর জন্য প্রচুর বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। ডীন এবং কোল দেখিয়েছেন যে ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের জন্য খুব বেশী পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন হয়নি। পুঁজি সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ ১৬৮৮ সালে ছিল জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ, ১৭৮০ সালে ৬ শতাংশ, ১৮০০ সালে ৭ শতাংশ। পুঁজি সঞ্চয়ের মাথাপিছু বৃদ্ধির হার ছিল খুবই নগণ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের পূর্বে এই অনুপাত ১০ শতাংশের ওপরে ওঠেনি। ল্যান্ডস্

Scanned by CamScanner

লক্ষ্য করেছেন যে প্রাথমিক আবিষ্কারগুলির জন্য খুব বেশী পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন ছিল না। সাধারণত এগুলি কোন এক একটি ব্যক্তি বা পরিবারের নাগালের মধ্যেই ছিল। উপরন্তু, প্রথমে এই আবিষ্কারগুলি অর্থনীতির এক ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তাদের ফলাফল বিস্তৃত হয়েছিল, যা প্রাথমিক সাফল্য থেকে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করেছিল।

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণগুলি নিঃসন্দেহে ছিল অনুকূল কিন্তু এগুলি কখনই নিজে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হয় নি। কোন কোন ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে চাহিদা বা বাজার, দেশীয় এবং বিদেশীয় ও যোগান ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবকে তরান্বিত করেছিল। বিদেশীয় চাহিদা বা বাজারের ওপর পল মান্ত, রালফ্ ডেভিস, সি. এইচ. উইলসন, এইচ. জে. হাবাককুক, হব্‌স্‌বম্ প্রমুখ লেখকরা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। উ. স্লট্ দেখিয়েছেন যে ১৭০০ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ডীন এবং হাবাককুকের মতে ১৭৪০ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে এই বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কয়লা এবং ধাতবদ্রব্যের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের সূতীবস্ত্রের বিরাট চাহিদা ছিল। রষ্টোর মতে ইংল্যান্ডের ঊর্ধ্ব পদক্ষেপণের (take-off) ভিত্তি সূতীবস্ত্রের উপরই নিহিত ছিল। হব্‌স্‌বম্-এর ভাষায়, *Home demand increased but foreign demand multiplied.* জে. গোদ্‌সোত যোগানের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, চাহিদা এবং যোগান ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এ. ফ্যানফ্যানি *স্টাডিজ ইন ইকনমিকস এ্যান্ড ইকনমিক হিষ্ট্রি*-তে মন্তব্য করেছেন যে চাহিদা এবং যোগানের একত্রীকরণই ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবকে সম্ভব করে তুলেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক, যেমন জি. এন. ক্লার্ক, যুদ্ধের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ উদ্যোগী-গোষ্ঠীর আচার আচরণ এবং অবাধ বাণিজ্যের ওপর জোর দিয়েছেন। কোন কোন আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানী ব্যক্তিমানসের পরিবর্তন বা উন্নতির ওপর জোর দিয়েছেন, যেমন ই. ই. হ্যাগেন, এ. কে. কেয়ার্নক্রস এবং আংশিক ভাবে চিপোলা ও রষ্টো। হ্যাগেন বিশ্বাস করেন যে কোন সমাজেই কর্মদক্ষতার প্রসার ঘটে না যতক্ষন না ব্যক্তিমানসের পরিবর্তন ঘটে। কেয়ার্নক্রসও মনে করেন যে প্রাক্-শিল্প বিপ্লব যুগে ইংল্যান্ডের জনসাধারণের মনে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যা তার শিল্প বিপ্লবকে সাহায্য করেছিল। চিপোলার অভিমত হল, শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডে প্রথম ঘটেছিল কারন সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, সামাজিক

Scanned by CamScanner

এবং রাজনৈতিক কাঠামোর উন্নতি শিল্প বিপ্লবের অনুকূল ছিল। রস্টো সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংস্কৃতিক প্রথা-প্রকরণে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্যাবসায়ী সম্প্রদায়ের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন।

ডব্লু. ই. এইচ. লেকি মনে করেন যে ১৬৮৮ সালের হুইগ বিপ্লব ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার গৌরবময় বিজয়। এর ফলে ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের রাজনৈতিক প্রভাব এবং সামাজিক মর্যাদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জন লকের লেখায় সম্পত্তির অধিকার আইনত সুরক্ষিত হয়েছিল। এ. রোল মনে করেন যে ১৬৮৮ সালের বিপ্লবোত্তর নব গঠিত রাষ্ট্র ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। হিলের মতে, সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বিপ্লব ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিল তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডে কেন প্রথম হল এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। এটি ইওরোপের ইতিহাসের একটি বিতর্কিত বিষয়। সত্য সিদ্ধান্তে কোনদিন পৌঁছানো যাবে কিনা বলা দুঃসাধ্য। আমার মনে হয় কোন একটি কারণকে একক বা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বা একেবারে পুরোপুরি গুরুত্বহীন মনে করা অনুচিত। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবকে নানাবিধ কারণের ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যাখ্যা করাই সমীচীন।

Scanned by CamScanner